আল কুরআন

ও

আধুনিক বিজ্ঞান

ডা. জাকির নায়েক

আল কুরআন
ও
আধুনিক বিজ্ঞান

সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

ডা. জাকির নায়েক

রূপান্তর ও সম্পাদনায়

এইচ. এম. করিম

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রকাশনায়

দুরন্ত রিসার্চ ইনস্টিটিউট

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

≈≈❁≈≈

ডা. জাকির নায়েক পেশাগতভাবে ডাক্তার হলেও তিনি বর্তমানে ইসলামের একজন দায়ী হিসেবে সবার নিকট সুপরিচিত, তাঁর জন্মস্থান ভারতে। তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন মুম্বাই'-এর প্রতিষ্ঠাতা তাঁর প্রতিষ্ঠিত আরেকটি প্রতিষ্ঠান 'Peace Tv' যেটির মাধ্যমে তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন।

ডা. জাকির নায়েকের জ্ঞানের পরিধি অনেক গভীর। তিনি কুরআন, হাদীস, বাইবেল, গীতা, বেদ-পুরান, মহাভারতসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে তাৎক্ষণিক উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম, এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সামনে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করেন এবং যুক্তি-দলিল দিয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

তাঁর রচিত **Quran and Modern Science: Compatibile Or Incompatible? -এর বাংলা অনুবাদ আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান ঃ সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি অসামঞ্জস্যপূর্ণ?**

বাংলাভাষী পাঠকের আগ্রহ ও আকাঙ্খার কথা ভেবেই বইটি বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। আশাকরি বইটি পাঠকের চিন্তার মোড় পরিবর্তনে সহায়ক হবে এবং তারা উপকৃত হবেন।

-প্রকাশক

সূচি

ডা. জাকির নায়েকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৯

◈ **আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান** **১৫**

আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জ ১৫

পৃথিবী গোলাকার ১৭

◈ **আল-কুরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান** **১৯**

ছায়াপথ গঠনের পূর্বে প্রাথমিক গ্যাস ২০

চাঁদের আলো প্রতিফলিত ২০

সূর্য ঘুরে ২২

নির্দিষ্ট সময় পরে সূর্য নির্বাপিত হবে ২৫

আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তুর অস্তিত্ব ২৬

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব ২৬

◈ **আল-কুরআনে পদার্থ বিজ্ঞান** **২৮**

◈ **আল-কুরআনে ভূ-বিজ্ঞান** **৩০**

পানির বাষ্পায়ন ৩১

◈ **আল-কুরআনে ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান** **৩৬**

◈ **আল-কুরআনে সমুদ্রবিদ্যা** **৩৯**

সমুদ্রের গভীরে অন্ধকার ৪১

◈ **আল-কুরআনে উদ্ভিদবিজ্ঞান** **৪৪**

সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে ৪৫

◈ **আল-কুরআনে জীববিজ্ঞান** **৪৬**

◈ **আল-কুরআনে প্রাণীবিজ্ঞান** **৪৮**

মৌমাছির দক্ষতা ৪৯

মাকড়সার জাল ৫১

পিঁপড়ার জীবন ও যোগাযোগ ৫১

- ◈ আল-কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান............................ ৫৩
- ◈ আল-কুরআনে শারীরবৃত্ত বিজ্ঞান ৫৪
- ◈ আল-কুরআনে ভ্রূণতত্ত্ব বিজ্ঞান............................ ৫৬
  - মানুষের সৃষ্টি মেরুদণ্ড ও পাঁজর থেকে নির্গত তরল পদার্থ থেকে............................ ৫৮
  - অতিসামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ ৫৯
  - তরল পদার্থের নির্যাস : ৫৯
  - মিশ্রিত তরল পদার্থ : ৬০
  - লিঙ্গ নির্ধারণ : ৬১
  - ভ্রূণের পর্যায়সমূহ............................ ৬২
  - ভ্রূণ আংশিক গঠিত এবং আংশিক অগঠিত ৬৫
- ◈ আল কুরআনে সাধারণ বিজ্ঞান............................ ৬৭
  - চামড়ায় ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণের উপস্থিতি :........ ৬৮
- ◈ আল কুরআন ও বৈজ্ঞানিক সত্য ৭০
- ◈ অতিরিক্ত সংযোজনী............................ ৭২
  - আল কুরআনের মৌলিক তথ্য
  - আল কুরআনের উল্লেখযোগ্য নামসমূহ............................ ৭২
  - কুরআনের আয়াতের প্রকারভেদ ৭৩
  - কুরআনের সূরাসমূহ............................ ৭৩
  - মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ............................ ৭৩
  - মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ............................ ৭৪
  - আল কুরআনের পরিসংখ্যানগত দিক ৭৪
  - আয়াতের শ্রেণিবিভাগ............................ ৭৫

ডা. জাকির নায়েকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

≈≈❁≈≈

বর্তমান সময়ে ইসলামী বুদ্ধিজীবী হিসেবে বহুল আলোচিত ডা. জাকির নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাই শহরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভ করেন। পেশায় একজন চিকিৎসক হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করেন, ফলে তাঁকে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নিতে হয়। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিজ্ঞান, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের প্রতি আহ্বানের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম, বিশেষকরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস দূর করার জন্যে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

উল্লেখ্য, সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তথ্য এ সংগঠনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে 'আই আর এফ এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডাইমেনশন' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। তাই এ দুটি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, নিজস্ব কেবল টিভি নেটওয়ার্ক (পিস টিভি), ইন্টারনেট এবং মুদ্রণ প্রচার মাধ্যমে বিশ্বের অগণিত মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামী দায়ির অনন্য দৃষ্টান্ত। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান ব্যক্তিত্ব। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের জুড়ি নেই। নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে কুরআন, সহীহ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে তথ্য এবং প্রমাণপঞ্জি, পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদি-সহ উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে অংশগ্রহণ করুক বা শুনুক না কেন, সে অবাক না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনায় সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তরদানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সঙ্গে বিজয়ী হয়েছেন। দু-হাজার সালের পহেলা এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই সি এন ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক এবং খ্রিষ্ট-ধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম সেসিল ক্যাম্পবেলের (ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' গ্রন্থের লেখক) সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। **আফ্রিকা মহাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারীদের ইসলামবিরোধী প্রচার প্রোপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ আরোপকারী শেখ আহমদ দীদাত ১৯৯৪ সনে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং দু'হাজার সালের মে মাসে দাওয়াহ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের উপর গবেষণার জন্যে 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চব্বিশ বছর ব্যয় হয়েছে'- এ বলে ডা. জাকির নায়েককে 'আলহামদু লিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।**

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় ডা. জাকির নায়েক পোপ বেনেডিক্টকে জনসমক্ষে আলোচনার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। পোপ বেনেডিক্টের মন্তব্যে তখন সমগ্র মুসলিম-

বিশ্ব ক্ষোভে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামী দেশের কূটনীতিকদের রোমের দক্ষিণে অবস্থিত তাঁর গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানান, কিন্তু ডা. জাকির নায়েক তাঁকে প্রকাশ্যে বিতর্কের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম-বিশ্বে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র।

ডা. জাকির নায়েক আরও বলেন, পোপ যদি সত্যিই মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তাঁর উচিত প্রকাশ্যে বিতর্কে অংশগ্রহণ করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারসম্পন্ন আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্টের সঙ্গে আমি প্রকাশ্য সংলাপে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে বিশ্বের এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মুসলমান ও দু-কোটি খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে এবং সেখানে উপস্থিত অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর অধিবেশনেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। পোপের ইচ্ছামতোই কুরআন ও বাইবেলের যে কোনো বিষয়ের উপর সংলাপে অংশ নিতে আমি রাজি।

রিয়াদে শ্রীলঙ্কার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলঙ্কার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত বিশটি সাধারণ প্রশ্ন সম্পর্কিত আলোচনা সভায় ডা. জাকির নায়েক তাঁর বক্তব্য শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে একথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টান ধর্ম ও বাইবেলের উপর বিশ্বাস না রাখেন, তাহলেও তাঁর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত, কিন্তু পোপের যদি খ্রিষ্টধর্ম ও বাইবেলের উপর বিশ্বাস না থাকে, অথবা তিনি যদি খ্রিষ্টধর্ম ও বাইবেলকে এতটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন, যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা